গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ইয়াবাসহ দুজন আটক

অভিযানে ২ জন আসামীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। এসময় ৮ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৮ পিচ ইয়াবাসহ এ দু আসামীকে আটক করেছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম।
আটকদের আজ মঙ্গলবার (১৭ মে) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে বড় ভাইকে হত্যার চেষ্টা ছোট ভাইয়ের

পারিবারিক কলহের জের ধরে বড় ভাইকে প্রকাশ্যে দিবালোকে গলাকেটে করে হত্যার চেষ্টা করেছে ছোট ভাই।
ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের দাশপাড়া এলাকায় আজ মঙ্গলবার (১৭ মে) বেলা পৌণে একটার দিকে।
আহত জামাল উদ্দীন বাওট গ্রামের আব্দুল কুদ্দুছের ছেলে ও হত্যার চেষ্টা কারী তার ছোট ভাই আলমগীর হোসেন।
আহত জামাল উদ্দীনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
পরিবারের লোকজন জানান, পরিবারিক কলহের জের ধরে জামাল ও আলমগীরের স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হয়। স্ত্রীদের মধ্যেকার ঝগড়া ঝাটি শেষ পর্যন্ত দুই ভাইয়ের মধ্যে গড়াই। পরে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে ঘর থেকে ছুরি এনে বড় ভাইয়ে গলায় পোচ দেয় ছোট ভাই। এসময় সে ঠেকানোর চেষ্টা করলে হাতে, পিঠে ও শরীরের বিভিন্ন অংশে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায় সে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য নিয়ামত আলী সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন, আহত

জামাল উদ্দীনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

ছেউটিয়া নদী

অপরূপ নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। এদেশের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাজারো নয়নোভিরাম দৃশ্য। অপরূপ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য খাল-বিল, নদী নালা, গাছ-গাছালি, পাখির ডাক আর গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। মনোরম পরিবেশ ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য প্রকৃতি প্রেমীদের মাঝে যোগ করে নতুন মাত্রা।

—–জুলফিকার আলী কানন

মেহেরপুরে জিহাদি বইসহ ২ জামায়াত নেতা আটক

সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে স্থানীয় জামায়াতের ২ নেতাকে আটক করেছে। এসময় তাদের কাছ থেকে জিহাদি বই, দলীয় মাসিক কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য কাগজপত্র জব্দ করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ মে) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের আব্দুল জব্বারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন-হিজুলী গ্রামের মৃত নবীর উদ্দীন মালিথার ছেলে ফয়জুল মালিথা (৫৫) ও ছবেদ আলীর ছেলে সাবের আলী (৫০)।
মেহেরপুর সর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, সরকার বিরোধী নাশকতার লক্ষ্যে হিজুলী গ্রামের আব্দুল জব্বারের বাড়িতে গোপন বৈঠক চলছিল। গোপনে সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো

হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জামায়াতে অন্যান্য নেতাকর্মীরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে ২জনকে আটক করা হয়েছে।
এসময় ঘটনাস্থল থেকে বস্তায় রাখা বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই ও মাসিক কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ উদ্ধার করা হয়।
পালিয়ে যাওয়া নেতাকর্মী-সমর্থকদের আটকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আটকৃকৃতদের আজ মঙ্গলবার (১৭ মে) মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার স্ট্যান্ড রিলিজ

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার কবির উদ্দীনকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গল (১৭ মে) সকালের দিকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সহকারী সচীব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান তাকে স্ট্যান্ড রিলিজের এ আদেশ দেন। নির্বাচন অফিসার কবির উদ্দীনকে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং মিরপুরের নির্বাচন অফিসার দোলন কান্তি চক্রবর্তিকে মেহেরপুর সদরে নির্বাচন অফিসার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের স্বারক নং ১৭,০০,০০০০,০১৫,১৯,০০১, ২২,২৮০ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচীবলায়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হলো।
উল্লেখ্য, আগামী ১৫ জুন মেহেরপুর পৌর সভা নির্বাচনে কবির উদ্দীন সহকারী রিটার্র্নিং অফিসারের দায়ীত্বে ছিলেন।

গাংনীতে গ্রাহকের সাথে অসাদাচারণ করায় এনজিও সংস্থা উদ্দীপনের মাঠ কর্মীকে পিটিয়েছে

গ্রাহকদের সাথে অসাদাচারণের অভিযোগে এনে বেসরকারী সংস্থা উদ্দীপনের মাঠ কর্মী মাজেদুল ইসলামকে (২৫) পিটিয়েছে স্থানীয়রা। সামেদুল ইসলাম উদ্দীপন সংস্থার গাংনী অফিসের মাঠ কর্মী।

সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে। তবে, ঋণদান সংস্থা উদ্দীপনের গাংনী উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপক রাজু জানান, ধানখোলা গ্রামের এক গ্রাহককে ঋণ দিতে না চাইলে স্থানীয় কিছু যুবকের সাথে মাঠকর্মী সামেদুল ইসলামের কথাকাটাটি হয়। একথাকাটির জের ধরে মারপিট করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, উদ্দীপনের অপর মাঠ কর্মী আহসান ইমাম গ্রাহকদের সাথে প্রতিনিয়ত অসাদাচারণ করে আসছেন। এব্যাপারে উদ্দীপনের চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককেও জানানো হয়েছে। বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টেন্ডারে স্বাক্ষর জালিয়াতি

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০২১-২২ অর্থ বছরে শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এম.এস.আর) খাতে এক কোটি ২১ লাখ টাকার টেন্ডারে স্বাক্ষর জালিয়াতি করে নিজের পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার

পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে। টেন্ডার কমিটির ৬ সদস্যের মধ্যে দুইজন সদস্য তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন।
এরা হলেন, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) ইঞ্জিনিয়ার ফয়সাল হোসেন ও তৎকালিন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আলাউদ্দীন। এছাড়া সিভিল সার্জন অফিসের চিকিৎসক ডাঃ ফয়সাল হারুনের স্বক্ষরও জালিয়াতি করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।
৬ সদস্যের টেন্ডার কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন, মেডিকেল অফিসার মারুফ হাসান, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফয়সাল হারুন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফেরদৌস পারভেজ।
তবে যদিও টেন্ডার প্রক্রিয়ার শুরুতেই হাসপাতালের আর.এম.ও ডাঃ মোহাম্মদ খোকন রেজার নাম ছিলো থাকলেও টেন্ডারের মাঝখানে তার নামটিও পরিবর্তন করে অন্য এক চিকিৎসককে ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার বানিয়ে কমিটিতে নাম দেওয়া হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্যানুযায়ি ২০২১ সালের ২৩ আগস্ট গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২০২১-২২ অর্থ বছরের চিকিৎসা শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এম.এস.আর) খাতে পত্রিকায় একটি টেন্ডার প্রকাশ করে। পরে ৯ জন ঠিকাদার টেন্ডার জমা দেন।

সেখানে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ঢাকার মেসার্স আইয়ান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, মেহেরপুরের জোহা এন্টার প্রাইজ, ঢাকার সাহিদা ট্রেডার্স ও মেসার্স আরিয়া ট্রেডার্সের সর্বনিম্ন ও সমদরের তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ রয়েছে, স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ঐ কর্মকর্তা তার পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাওয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

তবে, বিষয়টি নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর জাল নয় বলে দাবি করলেও পরে তিনি ভূল স্বীকার করে আর একটি কাগজ দেখান। যেখানে ঐ কমিটির দুইজন সদস্য হাসপাতালের কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার ফেরদৌস পারভেজের স্বাক্ষর রয়েছে।
দাবি করা হয় দুই জনের স্বাক্ষর দিয়ে তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়েছেন। অন্য কেউ হয়তো ৬ জনের স্বাক্ষর করেছেন। দুই জনের

স্বাক্ষর দিয়ে টেন্ডারের কাগজ পাঠানো যায় কিনা তার কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি তিনি।
সাক্ষরের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় ঐ টেন্ডার প্রক্রিয়া কমিটির সদস্য গাংনী উপজেলা এলজিইডি’র প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন বলেন, এ স্বাক্ষর আমার হতে পারেনা। কারণ আমি স্বাক্ষর করার পর তারিখের জায়গায় কখনই ডট ব্যবহার করিনা। তাছাড়া স্বাক্ষরটিও আমার সাক্ষরের সাথে মিল নেই। কেউ আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হুশিয়ারিও দেন তিনি।
ঐ কমিটির অপর সদস্য গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আলাউদ্দীন বলেন, এপ্রিলের আগেই আমি গাংনী উপজেলা থেকে মুজিবনগর উপজেলায় বদলি হয়ে এসেছি। আর এ স্বাক্ষরও আমার করা নয়। আমার স্বাক্ষরের সাথে বেশ কয়েক জায়গায় অমিল রয়েছে।
কমিটির সদস্য ডাঃ ফয়সাল হারুন বলেন, দেখে মনে হচ্ছে এটি আমার স্বাক্ষর। তবে ১৬ এপ্রিল আমি কোন কাগজে স্বাক্ষর করেছি কিনা তা মনে করতে পারছিনা।
উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন ভুল স্বীকার করে বলেন, আমার কাছ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দ্রুত কাগজটি চেয়েছিলো। আমি উপস্থিত দুইজনের স্বাক্ষর করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়েছি। তারপর কি হয়েছে আমার কিছুই জানা নেয়। শুধুমাত্র দুইজনের স্বাক্ষর করে এমন কাগজপত্র পাঠানো যায় কিনা এমন পশ্নের জবাবে কোন সদুত্তোর মেলেনি।
অন্যদিকে ডাঃ খোকন রেজাকে কেন কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঐ চিকিৎসক হাসপাতালে আবাসিক মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে বিনা ছুটিতে এক মাস উপস্থিত ছিলেননা। তাই তাকে না জানিয়ে কাজের সুবিধার্থে তার নাম বাদ দিয়ে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসারের নাম কমিটিতে রাখা হয়েছে। সিভিল সার্জন ডাঃ জাওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। টেন্ডার প্রক্রিয়াটির বিষয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের ব্যাপার। আমার কাছে কোন লিখিত অভিযোগ আসলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যাবস্থ্য গ্রহণ করবো।

৩২০ বস্তা ফিড জব্দ, কারখানা সীলগালা

গাংনী উপজেলার ইকুড়িয়া এইচবি ক্যাটল ফিড মিলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় সীলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। এসময় ক্যাটল ফিড মিলের মধ্যে থেকৈ বিভিন্ন কোম্পানীর ক্যাটল ফিডসহ ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান চালানোর সময় মিল মালিক হযরত আলী পলাতক ছিল।
আজ সোমবার (১৬ মে) দুপুরের দিকে এ অভিযান চালান তিনি।
এসময় গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দীন ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।
ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, এইচ বি ক্যাটল ফিড মিলে অবৈধভাবে পোলট্রি খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের কথা টের পেয়ে কারখানার মালিক হজরত আলী পালিয়ে যায়।
কারখানাটির প্রয়োজনীয় বৈধ কোন কাগজপত্র নেই। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানীর ফিড পাওয়া গেছে যা সম্পুর্ণ বেআইনী।
বিধায় ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করা ছাড়াও কারখানাটি সীলগালা করা হয়েছে। তলব করা হয়েছে কারখানার মালিককে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নতুন সভাপতি ফরহাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন শেষে পুনরায় সভাপতি হিসেবে ফরহাদ হোসেন এমপি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এম এ খালেকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে সম্মেলনের

২য় অধিবেশন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম বাহাউদ্দীন নাসিম নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

এছাড়া সহসভাপতি হিসেবে অ্যাড. মিয়াজান আলী, জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, আব্দুল মান্নান, অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে আড. ইব্রাহীম শাহীন, সদস্য পদে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের নাম ঘোষণা করা হয়।

পি কে হালদার আওয়ামী লীগের দলীয় কেউ না —ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ফখরুলকে উদ্যেশ্য করে বলেছেন, অর্থ পাচারের সাথে জড়িতদের তালিকা প্রকাশ করার কথা বলেছেন। মির্জা ফখরুল সাহেব আপনি কালো চশমা পরে বক্তব্য রাখছেন। বাংলাদেশের অর্থ পাচারের আসামী বিএনপি নেত্রী আপনাদের মা ও বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তালিকায় এক নম্বরে আছেন। আওয়ামীলীগের কেউ অর্থ পাচার করলে শেখ হাসিনা কাউকে ছাড় দেননা। তার জলন্ত উদাহরণ ফরিদপুরে।

সোমবার (১৬ মে) দুপুরে মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক অনুষ্ঠিত জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন কাদের।

তিনি রাজধানীর নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে।
মির্জা ফখরুল হুশিয়ারী দিয়ে কাদের আরও বলেন, তথ্য প্রমান ছাড়া কোনো কথা বলবেননা। খুব বাড়াবাড়ি করছেন আপনি। প্রধান মন্ত্রীর নামটি উচ্ছারণেও সম্মানবোধ করেন না আপনী। প্রধান মন্ত্রী বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের কন্যা।

ওবায়দুল কাদের বলেছেন পিকে হালদার আওয়ামী লীগ দলের কেউ না। দলে পিকে হালদারদের মত লোকের জায়গা হবে না।

তিনি সম্মেলনের দায়ীত্বশীলদের উদ্যেশ্যে তিনি বলেন, ত্যাগী ও দলের বিগত কমিটির অবহেলিত নেতা কর্মীদের জায়গা দিতে হবে। কোনো চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, অবৈধ অর্থ পাচারকারীদের পরিবর্তে ত্যাগী নেতাকর্মীদের দলের কমিটিতে রাখতে হবে। আওয়ামী লীগে অনেক ভাল লোক আছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের পদায়ন করতে হবে। বসন্তের কোকিলরা দুঃসময়ে থাকবে না। সুবিধাভোগীদের দুঃসময়ে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বক্তা খুলনা বিভাগীয় আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপি। বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য আমিনুল আলম এমপি, পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।
হেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সঞ্চালনায় সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সম্মেলনের সভাপতি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, ক্ষমতা থেকে আওয়ামী লীগ নয়, বরং জনগণ মনে করে আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থতার দায়ে মির্জা ফখরুলসহ বিএনপির টপ টু বটম (বড়-ছোট সব) নেতাদের পদত্যাগ করা উচিত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বের আলোয় বাংলাদেশ আজ আলোকিত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দেশের উন্নয়ন ও অর্জন বিএনপি চোখে দেখে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের চলমান উন্নয়ন-অর্জন ধরে রাখতে হলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামীতেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা রাখতে হবে। দেশের গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশকে বাঁচাতে আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হবে।
আগামী জাতীয় নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে এখন থেকেই দলকে সুসংগঠিত ও স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।